যায়যায়দিন

তারিখ ··· 19 · MAY · 2013 ···
পৃষ্ঠা ··· ··· ··· কলাম ··· ··· ···

অনলাইনে ৪৪৮ কলেজে একাদশে ভর্তি কার্যক্রম শুরু

যাযাদি রিপোর্ট

একাদশ শ্রেণিতে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম শনিবার শুরু হয়েছে। 'সনাতন ও অনলাইন পদ্ধতিতে এ বছর শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানো হবে'। ৬ জুন পর্যন্ত এই ভর্তি কার্যক্রম চলবে।

অনলাইনে ভর্তির জন্য ইতোমধ্যে ৬টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৪৪৮টি কলেজের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২১৪টি, কুমিল্লা বোর্ডে ৫৪টি, রাজশাহী বোর্ডে ৩৫টি, সিলেট বোর্ডে ৪০টি, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩৫টি, এবং বরিশাল বোর্ডে ৭০টি কলেজ রয়েছে।

সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ২৯০০ কলেজ রয়েছে, যেখানে একাদশ শ্রেণির পাঠদান করানো হয়। নীতিমালা অনুযায়ী সনাতন ও অনলাইন- দুই পদ্ধতিতেই ভর্তির জন্য আবেদন ফরমের

ভর্তি : পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ভর্তি : অনলাইনে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১২০ টাকা। শনিবার দুপুর দেড়টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে ভর্তি হওয়া কলেজগুলোর পরিসংখ্যান দেয়া হয়নি। অন্যদিকে, ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে ভর্তি নেয়া কলেজগুলোর তালিকা দেয়া হয়েছে।

এছাড়া যশোর ও দিনাজপুরে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কয়টি কলেজে অনলাইনে ভর্তি হওয়া যাবে, তা এখনো চূড়ান্তই হয়নি। সারাদেশে অন্য কলেজগুলোতে সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তনজীরুল আলম জানান, এখন পর্যন্ত রাজশাহী বোর্ডে ৩৫টি কলেজে অনলাইনে ভর্তি হওয়া যাবে। শিগগিরই তালিকাটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়া হবে।

সিলেট বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তোফাজ্জল হোসেন জানান, আজ তালিকাটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়া হবে। সিলেট বোর্ডে এবার ৪০টি কলেজে অনলাইনে ভর্তির কাজ শেষ হবে।

বরিশাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বিমল কৃষ্ণ মজুমদার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এখন পর্যন্ত বোর্ডের অধীনে ৭০টি কলেজে অনলাইনে ভর্তির কাজ শেষ হবে। তবে শেষ পর্যন্ত তার বোর্ডে কয়টি কলেজে অনলাইনে ভর্তির কাজ শেষ হবে, তা শনিবার (গতকাল) বিকালে চূড়ান্ত হবে। এরপরই বোর্ডের ওয়েবসাইটে কলেজগুলোর তালিকা দেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, যেসব কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ৩ শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর অনুমতি আছে, এমনসব প্রতিষ্ঠান অনলাইনে ভর্তির কার্যক্রম শেষ করবে। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ শতাধিক হলে অবশ্যই অনলাইনে ভর্তি করতে হবে। তবে যেসব কলেজে ৬ শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হবে, গত বছর শুধু সেসব কলেজেই অনলাইনে ভর্তির জন্য বলা হয়েছিল।

অবশ্য অনলাইনে ভর্তির জন্য কলেজের নাম চূড়ান্ত করার আগে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড। শুক্রবার অনলাইনে ভর্তির জন্য কলেজের নাম চূড়ান্ত করার পাশাপাশি এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করে অধিকাংশ বোর্ড। এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য কোটাভিত্তিক নীতিমালা জারি করে।

ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ্র জানান, অনলাইনে ভর্তির জন্য কোন শিক্ষার্থী কিভাবে আবেদন করবে, তা ওই আদেশে বলা হয়েছে। ভর্তির জন্য শুধু টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল ফোন থেকে এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। একজন আবেদনকারী একাধিক কলেজে অথবা একই কলেজে একাধিক গ্রুপের একাধিক শিফটে আবেদন করতে পারবে। তবে প্রতিটি আবেদনেই ১২০ টাকা করে কেটে নেয়া হবে'।

তিনি আরো জানান, এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন শনিবার শুরু হয়ে ৬ জুন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত নেয়া হবে। ৩০ জুনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কাজ শেষ করতে হবে। ১ জুলাই থেকে ক্লাস শুরু হবে। এছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে স্কুল-কলেজ শাখা চালু থাকলে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি উত্তীর্ণরা একই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য এসএমএসে আবেদন করতে পারবে।

ভর্তির আবেদন পদ্ধতি সংক্রান্ত আদেশে বলা হয়েছে, মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে CAD স্পেস কাঙ্ক্ষিত কলেজের EIIN স্পেস কাঙ্ক্ষিত গ্রুপের নামের প্রথম অক্ষর স্পেস এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর স্পেস রোল নাম্বার স্পেস এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের সাল স্পেস শিফটের নাম স্পেস ভার্সন স্পেস কোটার নাম লিখে সেন্ড করতে হবে ১৬২২২ নাম্বারে। ফিরতি এসএমএসে আবেদনকারীর নাম, কলেজের EIIN ও নাম, গ্রুপের নাম এবং শিফটসহ ফি বাবদ কত টাকা কেটে নেয়া হবে, তা জানিয়ে একটি PIN নাম্বার দেয়া হবে। ওই পিন নাম্বার পাওয়ার পর আবেদন করতে রাজি থাকলে মেসেজ অপশনে গিয়ে CAD স্পেস YES স্পেস PIN স্পেস কন্টাক্ট নাম্বার (নিজের ব্যবহৃত যে কোনো মোবাইল ফোন নাম্বার) লিখে সেন্ড করতে হবে ১৬২২২ নাম্বারে।

আবেদনে ভর্তির গ্রুপের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য লিখতে হবে 'S', মানবিক বিভাগের জন্য 'H', বাণিজ্য বিভাগের জন্য 'B', গার্হস্থ্য অর্থনীতির জন্য 'E' এবং ইসলামী শিক্ষার জন্য 'I' লিখতে হবে। শিফটের ক্ষেত্রে প্রভাতি শাখার জন্য লিখতে হবে 'M', দিবা শাখার জন্য 'D' এবং বৈকালিক শাখার জন্য 'E' লিখতে হবে। আবেদনকৃত কোনো কলেজে যদি শাখা না থাকে, তাহলে 'N' লিখতে হবে। ভার্সনের ক্ষেত্রে বাংলার জন্য লিখতে হবে 'B' এবং ইংলিশের জন্য 'E'। আর কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটার জন্য লিখতে হবে 'FQ', শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ এর অধীনে দপ্তর ও নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্যদের সন্তানদের জন্য 'EQ' এবং বিশেষ কোটার জন্য 'SQ'। কোনো শিক্ষার্থী একাধিক কোটায় আবেদন করার যোগ্যতা থাকলে কমা (,) দিয়ে কোটাগুলোর নাম উল্লেখ করতে হবে। আর কোনো কোটার আওতাধীন না হলে কোটার অপশনে কিছু লেখার প্রয়োজন নেই বলে আদেশে জানানো হয়েছে। ভর্তির নীতিমালায় কোটা সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিভাগীয় শহর ছাড়া অন্যান্য জেলা শহরের কলেজগুলোতে ৯০ শতাংশ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ আসনের মধ্যে ৩ শতাংশ জেলা সদরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য, ৫ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য এবং ২ শতাংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধস্তন দপ্তরগুলো এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরিচালনা পর্ষদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।